ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণিগুণ

প্রশ্ন: বিশেষ্য বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তর: যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি,বস্তু, স্থান, জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সমষ্টির নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য বলে। যেমন: *নজরুল, ঢাকা, মানুষ, সোনা, সততা, ভোজন, সমিতি* ইত্যাদি।

বিশেষ্য প্রধানত ৬ প্রকার। যথা-

১। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য: (Proper Noun) যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, দেশ বিষয় বা স্থানের সুনির্দিষ্ট বা বিশেষ নাম বোঝায় তাকে ব্যক্তি বা সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য (বলে। যেমন- বাংলাদেশ, রবীন্দ্রনাথ, ,হিমালয়, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি।

২। জাতিবাচক বিশেষ্য: (Common Noun) যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোনো শ্রেণিবাচক বা জাতিবাচক সাধারণ নামকে বোঝায় তাকে জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন-বাঙালি, মানুষ, পর্বত, পাখি ইত্যাদি।

৩। সমষ্টিবাচক বিশেষ্য: (Collective Noun) যে শব্দশ্রেণি দ্বারা সমজাতীয় কিছু ব্যক্তি বা বিষয়ের সমষ্টিকে বোঝায় তাকে সমষ্টিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- জনতা, সভা, শ্রেণি, বাহিনী ইত্যাদি।

৪। বস্তুবাচক বিশেষ্য: (Material Noun) যে শব্দশ্রেণি দ্বারা কোন বস্তু যে জিনিস দ্বারা গঠিত হয় তাকে বা বস্তুর উপাদানকে বস্তুবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন-সোনা, লোহা, কাঠ, পাথর ইত্যাদি।

৫। গুণবাচক বিশেষ্য: (Abstract Noun) যে শব্দশ্রেণি দ্বারা বস্তু নিরপক্ষে গুণ, কাজ বা অবস্থার নাম বোঝায় তাকে গুণবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন-সততা, সৌন্দর্য,

৬। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য: (Verbal Noun) যে শব্দশ্রেণি দ্বারা ক্রিয়ার ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন- দেখা, পড়া, খাওয়া, যাওয়া ইত্যাদি।